দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

22

পরীক্ষা নামের এই প্রহসন

গোলাম সামদানী কোরায়শী

প্রায় দশ মাস পূর্বে এই দৈনিকের উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'নকল নিয়ে কিছু কথা' নামে আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। আশা করেছিলাম, এই লেখাটির একটি মূল্যায়ন হবে। কারণ আমি এই লেখাটিতে একটি চক্রান্তের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এই চক্রান্ত কীভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু একান্ত পরিতাপের ব্যাপার এই যে, আমার এই বক্তব্যকে কেউ সমর্থন বা এর বিরোধিতা করে কেউ কিছু লিখেননি। সম্ভবতঃ আমি একান্ত ক্ষুদ্র বলেই আমার এই বক্তব্য বৃহৎ ও মহৎ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। এমনও হতে পারে যে, আমার বক্তব্যটিই নেহাত সাধারণ একটি ব্যাপার, যার জন্য কলম বা রসনা কোনোটাই চালনা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কিন্তু আমার বিশ্বাসে এখনো অটল। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যে নয়া ঔপনিবেশিক চক্রান্ত আমাদের সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কুক্ষিগত করার চেষ্টায় রত, সেই চক্রান্তই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। শতকরা বিশজনের জন্য শিক্ষার একটি সংরক্ষিত ধারা সৃষ্টি করে শতকরা আশিজনের শিক্ষাকে উৎসন্নে যাবার সকল সুযোগ অবারিত করে দেয়া হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ধারা আজ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির করাল গ্রাসে বিপর্যস্ত। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক নির্বিশেষে প্রায় সকলেই এই বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। এরই ফলে সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে স্কুল-কলেজ, এমনকি মাদ্রাসাগুলোও যে কতোটা নকলের সুযোগ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আকর্ষণ করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। বিশেষ করে উপজেলা কেন্দ্রগুলো এ ব্যাপারে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে সেখানে অবাধে নকল করার দাবী উঠছে, সংঘাতে সংঘর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

একটি স্বাধীন দেশের জন্য এর চাইতে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে তার কোনো চেতনা আছে বলে মনে হয় না। যারা বাহাত্তরের নকলের ধুয়া তুলে এই লজ্জাকে আড়াল করতে চান, কিংবা যারা ক্ষমতা, ভোট, অর্থ ছিনতাইয়ের উদাহরণ টেনে এর যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে চান, তারা একটি কথা ভুলে যান যে, যা অন্যায়, তার জন্য বাহাত্তুর আর সাতাশিতে কোনো পার্থক্য নেই। সে সময় যা অন্যায় ছিলো, এখন তা আরো বেশী মাত্রায় অন্যায়। কারণ ক্ষমতা-ভোট-অর্থ ছিনতাই করা গেলেও জ্ঞান-যোগত্যা-দক্ষতা কখনো ছিনতাই করে লাভ করা যায় না। কিন্তু এই সহজ সত্যটি আজ আমরা ভুলে গেছি বলেই খুব সহজে এই চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি। শুনেছি অজগরের দৃষ্টিতে সম্মোহিত শিকার নাকি নিশ্চল হয়ে তার গ্রাসে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ ধারায় এই যে অবাধে নকল ও দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, এর শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? একটি প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়ে এদেশের ভবিষ্যৎকে আমরা কিসের ওপর গড়ে তুলবো? অবশ্য এতে লাভ হবে সেই বিশজনের। যারা এদেশের সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য দখল করে বসেছে, তারা প্রশাসনিক পর্যায়েও নিজেদেরকে অবলীলায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। কারণ নকলের দাপট যতোটা আছে, যোগ্যতা সেই পরিমাণেই কম। সুতরাং আশিজন সর্বদাই এই যোগ্যতার অভাবে শাসিত ও শোষিত হবে। এছাড়াও পৃথিবীব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে মহান ঐতিহ্য বিদ্যমান, তা থেকে বঞ্চিত হবে এই দেশ। কারণ নকল করে সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং পঙ্গুত্ব---অবশ্যম্ভাবী। একটা জাতিকে এভাবে পঙ্গু করে দেবার চক্রান্ত কি প্রতিরুদ্ধ হবে না? আমরা কি এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলবো না?

কিন্তু কোথাও তো তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গত আগষ্ট ('৮৬) মাসে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছিলো এবং যথাসময়ে তা উদযাপিতও হয়েছিলো; কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকগণ তাতে সাড়া দিয়েছিলেন খুবই কম। বরং কিছু তথাকথিত শিক্ষক-নেতা উল্টো মামলা দায়ের করে সেই প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেবার জন্যই তৎপর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর বাইরেও তো এদেশে মানুষ আছেন। এমন যে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ, যারা প্রগতি ও গণতন্ত্রের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, কৈ তারা তো প্রতিরোধ সৃষ্টির উদ্যোগে এগিয়ে এলো না। যে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সর্বদা আশংকা-কাতর, তাঁরাও তো প্রতিরোধের বাণী উচ্চারণ করলেন না। যে শিক্ষক সমাজকে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর, তাঁদের মধ্যেও এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো না। বরং সংবাদে প্রকাশ, পুলিশের সাথে একত্রে বসে অভিভাবকরা নকল সরবরাহ করছেন আর সেই নকল দিতে গিয়ে ছাত্রের সাথে শিক্ষকও বহিষ্কৃত হচ্ছেন।

এরপরও একজন শিক্ষক হিসেবে লজ্জার মাথা খেয়ে এসব কথা লিখছি। এই অরণ্য রোদনে কোনো ফল হবে না জানি, তবু তো না লিখে থাকতে পারি না। যে বিবেক দংশনে 'সংবাদ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়, যে বিবেক দংশনে চিঠিপত্রের কলামে বিচিত্র সংবাদ তুলে ধরা হয়, এই লেখার মূলেও সেই বিবেক দংশনই কাজ করছে। আর এই দংশনের ফলেই পরীক্ষার হলে যেতে পারিনি। কারণ নকল নামক এই জঘন্য ব্যাপারটি আর সহ্য করতে পারছি না। তাই পরীক্ষায় পাহারা দেবার কাজে উপস্থিত হইনি। জানি, কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে--তবুও একটা প্রবল ঘৃণা আমাকে দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এর ফলে পরীক্ষার খাতা দেখব না বলেও স্থির করেছি। কারণ যে পরীক্ষা নিতে পারিনি, সে পরীক্ষার খাতা দেখারও কোনো অধিকার আমার নেই।

না, এ কোনো প্রতিবাদ নয়; প্রতিরোধের কোনো প্রচেষ্টাও এর মধ্যে নেই। কারণ আমার একার এই নির্বিক্রিয়তায় নকলবাজদের কিছুই হবে না। শুধু আমিই আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তবু এর মধ্য দিয়েই আমি আমার অন্তরের ঘৃণা প্রকাশ করলাম মাত্র। সেই সঙ্গে এই অভিশাপও উচ্চারণ করছি, যারা আমাদের ছেলেমেয়েদের হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, যারা তাদেরকে নকলের সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষিত মূর্খে পরিণত করছে, যারা অর্থ, মাদকদ্রব্য, নীলছবির যোগান দিয়ে তাদের তারুণ্যকে ধ্বংস করছে, তারা যেন এর যোগ্য প্রতিফল পায়।

তা হলে কি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কোন আশা নেই? শুধু অন্যায়ের প্রতিদানে ব্যাপকতর অন্যায়ের আগমনের প্রতীক্ষাই কি আমরা করবো? আমাদের চোখের সামনে আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে?